অনুপ্রাস অলংকারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ আলোচনা কর।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে অলংকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অলংকার কাব্যের ভাষাকে সুমধুর, মনোরম ও শ্রুতিমধুর করে তোলে। শব্দালংকারের অন্যতম প্রধান অলংকার হলো অনুপ্রাস অলংকার। একই বা সমজাতীয় ধ্বনির মনোরম পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ভাষায় সুর, লালিত্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই অনুপ্রাস অলংকারের মূল উদ্দেশ্য।

অনুপ্রাস অলংকারের সংজ্ঞা: কবিতা বা গদ্যে কোনো বাক্য বা পংক্তিতে একই বর্ণ, ধ্বনি বা বর্ণসমষ্টির সুকৌশল ও শিল্পসম্মত পুনরাবৃত্তির ফলে যদি শ্রুতিমধুরতা ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে অনুপ্রাস অলংকার বলে। অর্থাৎ, একই বা সমজাতীয় ধ্বনির সুশ্রাব্য পুনরাবৃত্তির দ্বারা যে শব্দালংকার সৃষ্টি হয়, তাকে অনুপ্রাস অলংকার বলে। উদাহরণ-

"চঞ্চল চপল চিত্ত।"

এখানে 'চ' ধ্বনির পুনরাবৃত্তির ফলে অনুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি হয়েছে।

অনুপ্রাস অলংকারের প্রকারভেদ : বাংলা অলংকারশাস্ত্রে অনুপ্রাস অলংকারকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল –

১) অন্ত্যানুপ্রাস

২) শ্রুত্যানুপ্রাস

৩) সর্বানুপ্রাস

৪) ছেকানুপ্রাস

৫) বৃত্তানুপ্রাস

৬) লাটানুপ্রাস

১) অন্ত্যানুপ্রাস: কবিতার এক চরণের শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে অন্য চরণের শেষে তারই পুনরাবৃত্তির যে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি হয় তার নাম অন্ত্যানুপ্রাস। অর্থাৎ কবিতার দু'টি চরণের শেষে যে শব্দধ্বনির মিল থাকে তাকেই অন্ত্যানুপ্রাস বলে। উদাহরণ-

"গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"

এখানে দুটি চরণের অন্ত্যে 'ফুল' ও 'চুল' এর মধ্যে মিল রয়েছে তাই এটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার।

২) শ্রুত্যানুপ্রাস: বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য, সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনবর্ণের অনুপ্রাসকে শ্রুতানুপ্রাস অলংকার বলে। উদাহরণ-

"বাতাস বহে বেগে

ঝিলিক মারে মেঘে।"

আলোচ্য উদাহরণে 'বেগে' শব্দের 'গ' এবং 'মেঘে' শব্দের 'ঘ' যদিও একই বর্ণ নয় তবুও এরা বাগযন্ত্রের একই স্থান তথা কন্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার।

৩) সর্বানুপ্রাস: সর্বানুপ্রাস অলংকার হলো শব্দালংকারের একটি বিশেষ ধরন, যেখানে কোনো পদের বা চরণের প্রতিটি শব্দের শুরুতে একই ধ্বনি বা বর্ণ গুচ্ছ বারবার পুনরাবৃত্ত হয়। এটি কবিতার ছন্দে এক অপূর্ব শ্রুতিমধুরতা এবং লয় সৃষ্টি করে। উদাহরণ-

"কামিনী কুসুম কানে করল বিস্তার।"

এখানে প্রতিটি শব্দের শুরুতে 'ক' ধ্বনিটি ব্যবহারের ফলে অলংকারটি তৈরি হয়েছে। তাই এটি সর্বানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

৪) ছেকানুপ্রাস: দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে একইক্রমে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হলে যে অলংকারের সৃষ্টি হয় তার নাম ছেকানুপ্রাস। উদাহরণ-

"অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?"

আলোচ্য উদাহরণে 'ন' এবং 'ধ' এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্তভাবে মাত্র দুবার (অন্ধ, বন্ধ) উচ্চারিত হয়েছে বলে এটি ছেকানুপ্রাস অলংকার।

৫) বৃত্তানুপ্রাস: একটি ব্যঞ্জনধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হলে বা ক্রম অনুসারে যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে বহুবার ধ্বনিত হলে যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় বৃত্তানুপ্রাস। উদাহরণ–

"চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।"

এখানে 'চ' ব্যঞ্জনবর্ণটির ৬ বার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যার ফলে পঙ্‌ক্তিটিতে এক অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য ও গীতলতা সৃষ্টি হয়েছে তাই এটি বৃত্তানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

৬) লাটানুপ্রাস: যে অনুপ্রাস অলংকারে একই শব্দ দুবার বা তার বেশি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ধ্বনি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, তখন সেই অনুপ্রাসকে লাটানুপ্রাস বলে। উদাহরণ-

"গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।"

আলোচ্য উদাহরণে 'গাছে' এবং 'ফুলে' শব্দ দুটি দুবার দুটি ক্ষেত্রেইএখানে 'গাছে গাছে' এবং 'ফুলে ফুলে' শব্দগুলোর একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনিসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে তাই এটি লটানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।